amber IT
News Letter
May 2026 ● Vol 01 ● Issue 05

শহর থেকে গ্রামে- আম্বার আইটি

শহর কিংবা গ্রাম- সেবার মানে যেন পার্থক্য না থাকে, সেজন্য ৬৪ জেলায় সেবা বিস্তার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ২

'ব্রডব্যান্ড এক্সপো ২০২৬'

দেশের ব্রডব্যান্ড ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে হলো ব্রডব্যান্ড এক্সপো।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৩

স্মার্টফোন কিনতে ঋণ দিচ্ছে পামপে

দেশের স্বল্প আয়ের মানুষকে স্মার্টফোন কিনতে দিতে ঋণ সুবিধা দিচ্ছে বহুজাতিক ডিজিটাল ব্যাংক পামপে।

বিস্তারিত.....পৃষ্ঠা ৪

ফেসবুকে হঠাৎ 'মনের মতো' বিজ্ঞাপন

ডিজিটাল দুনিয়ায় অনেক ব্যবহারকারীরই পরিচিত এক অভিজ্ঞতা ফেস করে থাকেন। ধরা যাক, আপনি কোনও একটি বিষয় মনে মনে ভাবছেন, কিন্তু কাউকে বলেননি, এমনকি সার্চও করেননি; তবু হঠাৎ ফেসবুকে সেই বিষয়-সম্পর্কিত বিজ্ঞাপন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। বিষয়টি কাকতালীয় মনে হলেও, এর পেছনে কাজ করে সুপরিকল্পিত ডেটা বিশ্লেষণ ও অ্যালগরিদমিক পূর্বাভাস।

প্রযুক্তি বিশেষজ্ঞদের মতে, ব্যবহারকারীর 'মনের কথা' সরাসরি পড়ার মতো কোনও প্রযুক্তি এখনও নেই। তবে অনলাইনে তার আচরণ, আগ্রহ ও অভ্যাস বিশ্লেষণ করে এমন একটি অনুমান তৈরি করা সম্ভব, যা অনেক সময় বিস্ময়করভাবে নির্ভুল হয়ে ওঠে।

ইন্টারনেট ব্যবহারের সময় একজন ব্যবহারকারী কোথায় ক্লিক করছেন, কোন ভিডিও কতক্ষণ দেখছেন, কোন পোস্টে থামছেন- এসব ক্ষুদ্র আচরণই অ্যালগরিদমের কাছে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। এইসব ডেটার ভিত্তিতে তৈরি হয় ব্যবহারকারীর আগ্রহের একটি প্রোফাইল। বিশ্বের বড় প্রযুক্তি প্রতিষ্ঠানগুলো এই তথ্য বিশ্লেষণ করে ব্যক্তিগতকৃত বিজ্ঞাপন প্রদর্শন করে। ফলে ব্যবহারকারী সরাসরি কিছু না খুঁজলেও, তার আচরণের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ বিজ্ঞাপন সামনে চলে আসে।

শুধু ব্যক্তিগত আচরণই নয়, একই ধরনের ব্যবহারকারীদের তথ্যও এখানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। যাদের বয়স, অবস্থান, আগ্রহ বা অনলাইন ব্যবহারের ধরন কাছাকাছি- তাদের একটি গোষ্ঠী হিসেবে বিশ্লেষণ করা হয়। এই গোষ্ঠীর আচরণের ওপর ভিত্তি করে অনুমান করা হয়, একজন ব্যবহারকারী ভবিষ্যতে কীসে আগ্রহী হতে পারেন।

অনেক সময় ব্যবহারকারী নিজেই বুঝতে পারেন না যে তিনি কোন বিষয়ের প্রতি আগ্রহ দেখিয়েছেন। কিন্তু কয়েক সেকেন্ড বেশি সময় কোনও কনটেন্টে থাকা, একটি ভিডিও আংশিক দেখা বা কোনও ছবিতে দৃষ্টি স্থির রাখা- এসবই অ্যালগরিদমের কাছে মূল্যবান ডেটা হয়ে ওঠে।

কিছু ক্ষেত্রে ব্যবহারকারীর অবস্থান, কেনাকাটার অভ্যাস কিংবা বিভিন্ন অ্যাপ ব্যবহারের তথ্যও যুক্ত হয় এই বিশ্লেষণে। ফলে অনলাইনের বাইরের আচরণও বিজ্ঞাপন নির্ধারণে প্রভাব ফেলতে পারে।

এ ধরনের অভিজ্ঞতা থেকে অনেকেই মনে করেন, স্মার্টফোন তাদের কথা শুনছে। তবে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনও প্রমাণ নেই। বিশেষজ্ঞদের মতে, আচরণভিত্তিক বিশ্লেষণ প্রযুক্তি এতটাই উন্নত হয়েছে যে, সেটি অনেক সময় মানুষের চিন্তার সঙ্গেও মিলে যায় বলে মনে হয়।

সবকিছু মিলিয়ে বিষয়টি পুরোপুরি কাকতালীয় নয়। বরং ব্যবহারকারীর অজান্তে সংগৃহীত ডেটা এবং তার ওপর ভিত্তি করে তৈরি পূর্বাভাসই এই 'মনের মতো' বিজ্ঞাপনের মূল কারণ। ডিজিটাল যুগে তাই নতুন করে প্রশ্ন ওঠে- আমরা যা বলি না, সেটিও কি এক ধরনের ডেটা? বর্তমান প্রযুক্তিগত বাস্তবতা ইঙ্গিত দেয়, আমাদের প্রতিটি অনলাইন আচরণই সেই প্রশ্নের উত্তর বহন করছে।

বাংলাদেশে গুগল পে

দেশে ডিজিটাল লেনদেন ব্যবস্থায় নতুন মাত্রা যোগ করেছে গুগল পে। কনট্যাক্টলেস পেমেন্ট সুবিধার এই সেবা চালুর মাধ্যমে মোবাইল ফোন ব্যবহার করে কার্ড ছাড়াই লেনদেনের সুযোগ পাচ্ছেন ব্যবহারকারীরা। তবে এখন পর্যন্ত সীমিত সংখ্যক ব্যাংকই এই সেবায় যুক্ত হয়েছে।

বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো গুগল পে চালু করে সিটি ব্যাংক। ২০২৫ সালের জুনে সেবাটি চালুর পর ব্যাংকটির ভিসা ও মাস্টারকার্ড গ্রাহকরা গুগল ওয়ালেটে তাদের কার্ড যুক্ত করে এনএফসি (নিয়ার ফিল্ড কমিউনিকেশন) সমর্থিত পয়েন্ট অব সেল (পিওএস) মেশিনে ট্যাপ করে পেমেন্ট করতে পারছেন।

২০২৬ সালে এই সেবায় যুক্ত হয় ব্র্যাক ব্যাংক। ব্যাংকটি মূলত তাদের ভিসা ক্রেডিট কার্ড ব্যবহারকারীদের জন্য গুগল পে চালু করে, যা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের মাধ্যমে দ্রুত ও নিরাপদ লেনদেনের সুযোগ তৈরি করেছে। সম্প্রতি এ সেবায় যুক্ত হয়েছে সাউথইস্ট ব্যাংক। ব্যাংকটির ভিসা ক্রেডিট, ডেবিট ও প্রিপেইড কার্ড ব্যবহারকারীরা অ্যান্ড্রয়েড স্মার্টফোনের মাধ্যমে দেশ-বিদেশে দ্রুত, নিরাপদ ও কনট্যাক্টলেস পেমেন্ট করতে পারবেন সংশ্লিষ্টরা বলছেন, গুগল পে সেবার মূল সুবিধা হচ্ছে কার্ড টোকেনাইজেশন প্রযুক্তি, যা ব্যবহারকারীর প্রকৃত কার্ড তথ্য গোপন রেখে নিরাপদ লেনদেন নিশ্চিত করে। এতে প্রতিটি পেমেন্টের সময় একটি আলাদা ভার্চুয়াল নম্বর ব্যবহৃত হয়, ফলে জালিয়াতির ঝুঁকি কমে।

ব্যাংক খাতের কর্মকর্তারা জানান, দেশে কনট্যাক্টলেস পেমেন্ট ব্যবস্থার চাহিদা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে আরও কয়েকটি ব্যাংক এই সেবায় যুক্ত হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছে।

amber IT
News Letter
May 2026 ● Vol 01 ● Issue 05

শহর থেকে গ্রাম- আম্বার আইটি নির্ভরতার নাম

দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবায় নির্ভরযোগ্যতার দাবি নিয়ে এগোচ্ছে আম্বার আইটি। শহর কিংবা গ্রাম- সংযোগের মানে যেন কোনও পার্থক্য না থাকে, সেই লক্ষ্যেই ৬৪ জেলায় সেবা বিস্তার করেছে প্রতিষ্ঠানটি।

বর্তমান সময়ে ইন্টারনেট শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়; এটি হয়ে উঠেছে দৈনন্দিন জীবনের অপরিহার্য অবকাঠামো। অফিসের কাজ, অনলাইন শিক্ষা, ফ্রিল্যান্সিং, বিনোদন- সব ক্ষেত্রেই প্রয়োজন স্থিতিশীল ও দ্রুতগতির সংযোগ। এই চাহিদাকে সামনে রেখে আম্বার আইটি গড়ে তুলেছে বিস্তৃত নেটওয়ার্ক অবকাঠামো, যা দেশের বিভিন্ন প্রান্তে সমমানের সেবা দেওয়ার চেষ্টা করছে।

প্রতিষ্ঠানটির দাবি, নিরবচ্ছিন্ন সংযোগ, দ্রুতগতির ইন্টারনেট এবং দক্ষ গ্রাহকসেবা নিশ্চিত করতে তারা নিয়মিত কাজ করছে। ফলে গ্রাহকরা অবস্থান নির্বিশেষে একই ধরনের ইন্টারনেট অভিজ্ঞতা পাচ্ছেন। শহরের ব্যস্ততা কিংবা গ্রামের শান্ত পরিবেশ- দুই ক্ষেত্রেই সেবার মান ধরে রাখাই তাদের মূল লক্ষ্য। ডিজিটাল বাংলাদেশ গড়ার প্রেক্ষাপটে ইন্টারনেট সেবার বিস্তার গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এ লক্ষ্যে আম্বার আইটি নতুন প্রযুক্তি সংযোজন এবং সেবার পরিধি বাড়ানোর উদ্যোগ নিচ্ছে, যাতে প্রত্যন্ত এলাকাতেও উন্নত সংযোগ পৌঁছে দেওয়া যায়।

ইন্টারনেট সংযোগ নিতে অনলাইনে নিবন্ধন করা যাবে প্রতিষ্ঠানের ওয়েবসাইটে (www.registration.amberit.com.bd)। এছাড়া ০৯৬১১-৯৩৩৯৩৩ নম্বরে কল করেও বিস্তারিত জানা যাবে।

নতুন কৌশলে ফিরছে হুয়াওয়ে মোবাইল

প্রযুক্তি বিশ্বের আলোচিত প্রতিষ্ঠান হুয়াওয়ে আবারও ভারতের বাজারে সক্রিয় হওয়ার ইঙ্গিত দিয়েছে। সম্প্রতি প্রকাশিত একটি ভিজ্যুয়াল বার্তায় ‘কামব্যাক’ শব্দটির ওপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে, যা বিশ্লেষকদের মতে কেবল আনুষ্ঠানিক প্রত্যাবর্তন

নয়-বরং নতুন কৌশল, নতুন বিনিয়োগ এবং শক্তিশালী বাজার উপস্থিতির পূর্বাভাস। সম্প্রতি বাংলাদেশে মোবাইলফোন বিপণনকারী শীর্ষস্থানীয় একটি প্রতিষ্ঠানের কর্তাব্যক্তির সঙ্গে আলাপকালে তিনি জানান, হুয়াওয়ে বাংলাদেশেও আরও জোরেসোরে ফিরছে। প্রাথমিক কাজ সম্পন্ন হয়েছে, চুক্তি পর্বও শেষ। এখন কেবল তিনি আনুষ্ঠানিক ঘোষণার অপেক্ষায় আছেন। ওটা পেলে তিনি দেশের বাজারে আসার ঘোষণা দেবেন বলে জানালেন। তিনি বলেন, বিশাল ধাক্কার পরে এবার আগের চেয়েও বড় আয়োজন নিয়ে দেশে ফিরছে হুয়াওয়ে। সব ধরনের জটিলতাকে পেছনে ফেলে দেশের মোবাইল বাজারে ঝড় তুলবে হুয়াওয়ের নতুন সব স্মার্টফোন।

বার্তাটিতে ইঙ্গিত করা হয়েছে, এই প্রত্যাবর্তন ভারতের প্রযুক্তি বাজারে বড় ধরনের পরিবর্তন আনতে পারে। বিশেষ করে স্মার্টফোন খাতে হুয়াওয়ের পুনঃপ্রবেশ প্রতিযোগিতাকে আরও তীব্র করে তুলতে পারে। একসময় প্রিমিয়াম ডিজাইন ও ক্যামেরা প্রযুক্তির জন্য জনপ্রিয় এই ব্র্যান্ডটি আবার বাজারে সক্রিয় হলে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিদ্বন্দ্বীদের ওপর চাপ বাড়বে বলে ধারণা করা হচ্ছে।

টেলিযোগাযোগ খাতেও এর প্রভাব পড়তে পারে। ফাইভ-জি প্রযুক্তি ও অবকাঠামো উন্নয়নে হুয়াওয়ে দীর্ঘদিন ধরেই বৈশ্বিকভাবে শক্তিশালী অবস্থানে রয়েছে। ফলে ভারতের বাজারে তাদের সক্রিয়তা বাড়লে প্রযুক্তিগত প্রতিযোগিতা নতুন মাত্রা পেতে পারে।

গত কয়েক বছরে ভূ-রাজনৈতিক টানাপোড়েন ও নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগের কারণে হুয়াওয়ের কার্যক্রম ভারতে অনেকটাই সীমিত হয়ে পড়ে। এর ফলে স্মার্টফোন বাজারসহ বিভিন্ন খাতে কোম্পানিটির উপস্থিতি উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যায়। তবে সাম্প্রতিক এই বার্তা ইঙ্গিত দিচ্ছে, সেই পরিস্থিতি বদলাতে শুরু করেছে।

এখন দেখার বিষয়, কবে নাগাদ এবং কী কৌশলে হুয়াওয়ে তাদের স্মার্টফোন ও প্রযুক্তি পণ্য নিয়ে ভারতের বাজারে পূর্ণমাত্রায় ফিরে আসে। তবে একথা নিশ্চিত- এই ‘কামব্যাক’ বাস্তবায়িত হলে ভারতীয় প্রযুক্তি বাজারে নতুন এক প্রতিযোগিতার অধ্যায় শুরু হতে পারে।

তথ্যপ্রযুক্তির মহামিলন: ‘ব্রডব্যান্ড এক্সপো ২০২৬’

দেশের ব্রডব্যান্ড ও তথ্যপ্রযুক্তি খাতের উন্নয়ন ও সম্ভাবনাকে সামনে রেখে প্রথমবারের মতো আয়োজিত হলো ‘ব্রডব্যান্ড এক্সপো ২০২৬’। রাজধানীর আগারগাঁওয়ে বাংলাদেশ-চীন মৈত্রী সম্মেলন কেন্দ্রে ১৩ থেকে ১৫ এপ্রিল তিন দিনব্যাপী এই আয়োজন প্রযুক্তিপ্রেমী দর্শনার্থী, উদ্যোক্তা ও নীতিনির্ধারকদের মিলনমেলায় পরিণত হয়। এই প্রদর্শনীর আয়োজক ছিল দেশে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠানগুলোর সংগঠন আইএসপিএবি।

উদ্বোধনী দিনে প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা রেহান এ. আসাদ সরকারের তিনটি অগ্রাধিকার তুলে ধরেন- সর্বজনীন কানেক্টিভিটি, ‘ওয়ান সিটিজেন, ওয়ান ডিজিটাল আইডেন্টিটি’ এবং ডিজিটাল ওয়ালেট ও কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক বাংলাদেশ। টেলিযোগাযোগ খাতে অ্যাক্টিভ শেয়ারিং বাস্তবায়নের ওপরও গুরুত্ব দেওয়া হয়।

তথ্য ও সম্প্রচার মন্ত্রী জহির উদ্দিন স্বপন বিনিয়োগবান্ধব ট্যাক্স কাঠামোর প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন এবং আইএসপি খাতের সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। বিটিআরসি ফিক্সড টেলিকম সার্ভিস প্রোভাইডারের পরিবর্তে ‘ইন্টারনেট সার্ভিস প্রোভাইডার’ নাম পুনর্বহাল এবং নীতিমালা সংস্কারের উদ্যোগের কথা জানায়।

আইএসপিএবি সভাপতি মোহাম্মদ আমিনুল হাকিম জানান, দেশে আইএসপি খাতে প্রায় ২০ হাজার কোটি টাকা বিনিয়োগ হলেও নেটওয়ার্কের বড় অংশ

অব্যবহৃত রয়েছে। অ্যাক্টিভ শেয়ারিং চালু হলে অব্যবহৃত নেটওয়ার্কের ব্যবহার বাড়বে। বর্তমানে দেশে ব্রডব্যান্ড ব্যবহারের হার প্রায় ১৫ শতাংশ, যা আগামী পাঁচ বছরে ৫০ শতাংশে উন্নীত করা সম্ভব বলে তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন।

‘লিংকিং পিপল, লিংকিং ফিউচার’ প্রতিপাদ্যে আয়োজিত এই এক্সপোতে ১০টি প্যাভিলিয়ন, ৩৫টি মিনি প্যাভিলিয়ন ও ২০টি স্টলে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান তাদের সেবা, সফটওয়্যার, হার্ডওয়্যার ও নেটওয়ার্কভিত্তিক সমাধান প্রদর্শন করে। বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘এক্সপেরিয়েন্স জোন’, যেখানে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের তৈরি রোবটিকস ও আইওটি-ভিত্তিক ২৫টি উদ্ভাবনী প্রকল্প প্রদর্শিত হয়।

দ্বিতীয় দিনে পয়লা বৈশাখ উপলক্ষে মেলায় উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা যায়। এদিন আইএসপিএবির ২৮ জন সদস্যকে আজীবন সম্মাননা দেওয়া হয় এবং সাংস্কৃতিক পরিবেশনায় অংশ নেয় ব্যান্ডদল শিরোনামহীনসহ অন্য শিল্পীরা।

সমাপনী অনুষ্ঠানে ডাক, টেলিযোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রী ফকির মাহবুব আনাম আইএসপি খাতের সঙ্গে যৌথভাবে কাজ করে বিদ্যমান সমস্যা সমাধানের আহ্বান জানান। তিনি দেশের প্রতিটি জেলায় এআই ও ফ্রিল্যান্সিং প্রশিক্ষণ কেন্দ্র স্থাপনের পরিকল্পনার কথাও তুলে ধরেন।

সার্বিকভাবে, তিন দিনের এই আয়োজন প্রযুক্তি প্রদর্শনের পাশাপাশি নীতি নির্ধারণ, বিনিয়োগ সম্ভাবনা ও উদ্ভাবনকে এক প্ল্যাটফর্মে নিয়ে এসেছে। আয়োজকদের মতে, এই এক্সপো দেশের ব্রডব্যান্ড খাতের উন্নয়ন এবং ডিজিটাল সেবা সম্প্রসারণে নতুন গতি সঞ্চার করবে।

অনুষ্ঠানে আইএসপিএবির সভাপতি আমিনুল হাকিম দুটি দাবি তুলে ধরেন। তিনি বিভাগীয় আইএসপি লেয়ার অটুট রাখার পাশাপাশি আইএসপিকে ‘আইটি এনাবলড সার্ভিস হিসেবে ঘোষণা দেওয়ার আহ্বান জানান। তিনি আরও বলেন, উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উত্থাপিত কিছু দাবি ইতিমধ্যে সরকার ইতিবাচকভাবে বিবেচনা করছে।

এছাড়া অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিটিআরসির চেয়ারম্যান মেজর জেনারেল (অব.) এমদাদ উল বারী, ভাইস চেয়ারম্যান আবু বকর সিদ্দিকী এবং ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের অতিরিক্ত সচিব জহিরুল ইসলাম। সমাপনী অনুষ্ঠানে সূচনা বক্তব্য দেন আইএসপিএবির মহাসচিব নাজমুল করিম ভুঞাঁ।

ব্রডব্যান্ড এক্সপো-২০২৬ -এর প্লাটিনাম স্পন্সর ছিলো ফাইবার অ্যাট হোম লিমিটেড ও সামিট কমিউনিকেশন্স লিমিটেড। ডায়মন্ড স্পন্সর আম্বার আইটি লিমিটেড, সি-ডাটা, ওএফএস ক্যাবলস এবং রেস অনলাইন লিমিটেড।

amber IT
News Letter
May 2026 ● Vol 01 ● Issue 05

আম্বার আইটির নতুন পপ

এপ্রিল-২০২৬
উপজেলা: লোহাগাড়া (চট্টগ্রাম), কালাপুর (শ্রীমঙ্গল)।
ইউনিয়ন: কুলঞ্জ (দিরাই, সুনামগঞ্জ), রসুলপুর (নিয়ামতপুর, নওগাঁ), উস্থি (গফরগাঁও, ময়মনসিংহ), টুঙ্গিবাড়িয়া ও চাঁদপুরা (বরিশাল সদর, বরিশাল)।

স্মার্টফোন কিনতে ঋণ দিচ্ছে পামপে

দেশের স্বল্প আয়ের মানুষকে স্মার্টফোন কেনার সুযোগ দিতে ঋণ সুবিধা চালু করেছে বহুজাতিক ডিজিটাল ব্যাংক পামপে লিমিটেড। এ জন্য বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন পেয়েছে প্রতিষ্ঠানটি।
বাংলাদেশ ব্যাংকের অনুমোদন অনুযায়ী, পরীক্ষামূলকভাবে এক বছরে ১০ হাজার স্মার্টফোন বিক্রির লক্ষ্যে এই ঋণ কার্যক্রম চালাবে পামপে। টেকনো, ইনফিনিক্স ও আইটেল ব্র্যান্ডের ফোন এ সুবিধার আওতায় পাওয়া যাবে। গ্রাহককে নগদ অর্থ দিয়ে নির্ধারিত বিক্রেতার মাধ্যমে সরাসরি ফোন কিনে দেবে প্রতিষ্ঠানটি।
এ বিষয়ে পামপে লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক জুন জেং ইথান বলেন, বাংলাদেশ ব্যাংকের এই গুরুত্বপূর্ণ অনুমোদন আমাদের জন্য অত্যন্ত সম্মানের। এই যুগান্তকারী পাইলট প্রোগ্রামটি ডিজিটাল বিভাজন কমাতে কার্যকর ভূমিকা রাখবে। সুবিধা বঞ্চিত জনগোষ্ঠীর জন্য স্মার্টফোনকে আরও সহজলভ্য করে ডিজিটাল অর্থনীতিতে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের সুযোগ করে দেবে।
২০২৪ সালে বাংলাদেশে কার্যক্রম শুরু করা পামপে বর্তমানে সারা দেশে প্রায় সাড়ে তিন হাজার মোবাইল বিক্রেতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। জাতীয় পরিচয়পত্র ও একজন গ্যারান্টারের পরিচয়পত্র জমা দিয়ে গ্রাহকরা এই ঋণ নিতে পারবেন। অ্যাপের মাধ্যমেও আবেদন করা যাবে। ফোন কেনার সময় মোট মূল্যের ১৫ শতাংশ অগ্রীম পরিশোধ করতে হবে। বাকি অর্থ সর্বোচ্চ ৯ মাসে পরিশোধের সুযোগ থাকবে, যেখানে মাসিক সুদহার হবে ২ শতাংশ। কিস্তি পরিশোধে ব্যর্থ হলে ধাপে ধাপে ফোনটি নিষ্ক্রিয় হয়ে যাবে।
প্রসঙ্গত, নাইজেরিয়াভিত্তিক পামপে বর্তমানে চার কোটি ব্যবহারকারী ও ১০ লাখ মার্চেন্টকে সেবা দিচ্ছে। আফ্রিকা ও এশিয়ার বিভিন্ন দেশে স্মার্টফোন ফিন্যান্সিং ও ডিজিটাল ব্যাংকিং সেবা সম্প্রসারণের পরিকল্পনা রয়েছে প্রতিষ্ঠানটির।

আম্বার আইটির গ্রাহকদের জন্য সারাদেশে ফ্রি ‘ওয়াই-ফাই জোন’

দেশজুড়ে ইন্টারনেট সেবাকে আরও সহজলভ্য করতে উদ্যোগ নিয়েছে দেশের অন্যতম শীর্ষ ইন্টারনেট সেবাদাতা প্রতিষ্ঠান আম্বার আইটি লিমিটেড। ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সেবার পাশাপাশি এবার সারাদেশে আম্বার আইটি ইন্টারনেট ব্যবহারকারীদের জন্য ফ্রি ‘ওয়াই-ফাই জোন’ স্থাপন করছে। এসব জোনে আম্বার আইটির ইন্টারনেট ব্যবহারকারীরা বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা ব্যবহার করতে পারবেন। দেশের ১৫টি স্থানে ওয়াই-ফাই জোন চালুর মাধ্যমে এই কার্যক্রম শুরু হয়। নতুন করে আরও ২১টি জায়গায় ওয়াই-ফাই জোন চালু করা হয়েছে। সব মিলিয়ে হলো ৩৬টি ওয়াই-ফাই জোন। চলতি বছরের মধ্যে ৫০০টি ওয়াই-ফাই জোন চালুর পরিকল্পনা রয়েছে আম্বার আইটির।
আম্বার আইটি দেশের বিভিন্ন জায়গায় আরও ২১ ট্রি ফি ওয়াই-ফাই হট স্পট তৈরি করেছে। এগুলো হলো- টাঙ্গাইলের ঘাটাইল উপজেলার ধলাপাড়া ইউনিয়ন (ইসমাইল ভিলা, নিচতলা, গোপিনপুর এবং ধলাপাড়া বাজার)। নিলফামারী জেলার সৈয়পুর (অন্তরঙ্গ হোটেল, হাটহাজারী বাজার), সদর উপজেলা (রাকিব ভ্যারাইটিজ স্টোর, বড় বাজার কিচেন মার্কেট), সদর উপজেলার সংগলশী ইউনিয়ন (দেবী এন্টারপ্রাইজ, ঘুন্টির বাজার এবং মাহির ট্রেডার্স, শিমুলতলী বাজার), সৈয়দপুরের হাজারিহাট ইয়নিয়ন (সাগর ভ্যারাইটিজ স্টোর, বটতলী বাজার)। জামালপুরের বকশিগঞ্জ (নিয়াজী টেলিকম, সারমারা বাজার)। সিরাজগঞ্জের সদর উপজেলা (মিথিলা ডিজিটাল স্টুডিও, স্টেডিয়াম রোড), রায়গঞ্জ উপজেলা (সরকার ভ্যারাইটিজ স্টোর, দেবরাজপুর)। নাটোরের সিংড়া উপজেলা (জননী স্টোর, সিংড়া ডায়াবেটিকস সেন্টারের সামনে)। গাইবান্ধার সদর উপজেলা (তাজমহল রোড, বিসমিল্লাহ মিল খানকাহ শরীফের বিপরীতে)। সিলেট সদর উপজেলা (আনিসা স্টোর, রোড-১, কানিশাইল) ও উপশহর (বে লিফ চাইনিজ হোটেল বিল্ডিং)। পাবনার ঈশ্বরদী (দোকান নম্বর ৩০১-৩০৫, আরআরপি সেন্টার, পোস্ট অফিস মোড়), রাজশাহীর বোয়ালিয়া উপজেলা (নিউ হার্ডওয়্যার মার্ট, ভুবন মোহন পার্ক, মালোপাড়া), গোদাগাড়ি (পশু হাসপাতাল রোড, মিঠু অটো স্টোরের কাছে), পবা উপজেলা (নাইনটিস হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট, বিমানবন্দর গেট)। নওগাঁর সদর উপজেলা (আয়াত সুপার শপ, পলিটেকনিক কলেজ গেট, লাটাপাড়া)। ঢাকার নবাবগঞ্জ (তানিয়া স্টোর, বাগমারা বাজার, নবাবগঞ্জ) এবং বাহ্মণবাড়িয়ার নবীনগর উপজেলায় (রিফাত শপ, মৌচাক এলাকা)।